بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

# মহানবী (সা.)-এর মহান খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) -এর উত্তম গুণাবলীর ঈমান বৃদ্ধিকারী স্মৃতিচারণা

## সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ১১ নভেম্বর, ২০২২ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর (আই.) বলেন,

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)- এর কথা বলা হচ্ছিল। তাঁর জীবনীর কিছু অংশ বর্ণনা করা হলো। এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েতের মধ্যে এও বলা হয় যে, তিনি বংশপরম্পরায় পারদর্শী ছিলেন এবং কাব্যিক রুচিও রাখতেন। তিনি আরবদের বিশেষ করে কুরাইশদের ভালো-মন্দ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু তিনি তাদের খারাপ কাজের কথা উল্লেখ করেননি। এ কারণে তিনি কুরাইশদের মধ্যে হযরত আকিল ইবনে আবু তালিবের চেয়ে বেশি জনপ্রিয় ছিলেন। হযরত আবু বকরের পর, হযরত আকিল ছিলেন কুরাইশ ও তাদের পূর্বপুরুষ এবং তাদের ভালো-মন্দ কাজ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী, কিন্তু হযরত আকিল কুরাইশদের অপছন্দ করতেন কারণ তিনি কুরাইশদের অপছন্দের কথাও উল্লেখ করতেন।

মক্কাবাসীদের মতে, হযরত আবু বকর ছিলেন তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের একজন। তাই তারা যখনই কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হত তখনই তারা হযরত আবু বকরের কাছে সাহায্য চাইত। কুরাইশ কবিরা যখন মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবমাননাকর কবিতা আবৃত্তি করত, তখন হাসান বিন সাবিত (রা.) কে তাদের কবিতার উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়। মহানবী (সা.) হযরত হাসান বিন সাবিতকে বলেছিলেন, তিনি যেন হযরত আবু বকরকে কুরাইশ বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। হযরত হাসানের কবিতা, যখন সেগুলি মক্কায় পৌছত, তখন তারা বলত, এসব কবিতার পেছনে আসলে হযরত আবু বকরের নির্দেশনা ও উপদেশ রয়েছে।

হযরত আবু বকরের জীবনীকাররা বিতর্ক করেছেন যে হযরত আবু বকর নিয়মিত কবিতা আবৃত্তি করতেন কি না। তুরস্কের একটি লাইব্রেরিতে হযরত আবু বকরের পঁচিশটি কবিতা সম্বলিত একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে, যেটিকে হযরত আবু বকরের কবিতা বলা হয়। এতে একজন লেখক এমনও লিখেছেন যে, আমি হযরত আবু বকর (রা.) কর্তৃক এই পঙক্তিগুলির উৎস পরিচয় ঐশী বাণীর মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছি। তাবাকাত ইবনে সাদ ও সিরাতে ইবনে হিশাম লিখেছেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) কিছু কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা.)- এর পঙক্তিগুলি রসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর মৃত্যুতে তাঁর দাফনের পর পাঠ করা হয়। এই পঙক্তিগুলির অনুবাদ হলো, "হে চক্ষু! উভয় জগতের সরদার (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর উপর কান্নার অধিকারের শপথ করছি। তুমি কাঁদতে থাকো আর তোমার কান্না যেন না থামে। হে চক্ষু! কুরাইশ গোত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ পুত্রের জন্য চোখের জল ফেল, যে সন্ধ্যার সময় লাহাদের অন্তরালে চলে গেছে। তাই রাজাদের বাদশাহ, বান্দাদের প্রভু এবং উপাসনাকারীদের প্রতিপালকের আশীর্বাদ তাঁর (সা.)- এর উপর বর্ষিত হোক। তাহলে প্রিয়তমের মৃত্যুর পর এখন এ জীবন কেমন? বিচ্ছেদের পর কী রকম সাজসজ্জা যিনি দশ জগৎকে শোভিত করেছিলেন? তাই, জীবনে যেমন আমরা সবাই একসঙ্গে ছিলাম, তেমনি মৃত্যুও যদি আমাদের সবাইকে একসাথেই ঘিরে ধরত!"

হযরত আবু বকর (রা.) অত্যন্ত জ্ঞানী ছিলেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) একবার বলেন, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর একজন বান্দাকে দুনিয়ার ক্ষমতা বা যা আল্লাহ্‌র কাছে আছে তা গ্রহণ করার অধিকার দিয়েছেন, তখন আল্লাহ্‌র যা আছে তা তিনি পছন্দ করেছেন। হযরত আবু বকর (রা.) এতে কেঁদে ফেললেন। তখন আমি মনে মনে বললাম, এই বৃদ্ধকে কিসে কাঁদাচ্ছে? মহানবী (সা.) বললেন, আবু বকর কেঁদো না, প্রকৃতপক্ষে আবু বকর সেই ব্যক্তি যে তার বন্ধুত্ব ও সম্পদের মাধ্যমে আমার প্রতি উত্তম ব্যবহার করেছে। আমি যদি আমার উম্মত থেকে কাউকে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাই তবে আবু বকরকে বানাতাম। একই প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, নবীজির জীবনের শেষ দিন এলে একদিন তিনি বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে লোক সকল! আল্লাহ্‌র একজন বান্দা আছেন যাকে তাঁর আল্লাহ্ সম্বোধন করে বলেছিলেন: হে আমার বান্দা, আমি তোমাকে এখতিয়ার দিচ্ছি যে তুমি চাইলে এই পৃথিবীতে থাকতে পার আবার চাইলে আমার কাছে আসতে পার। এতে সে বান্দা আল্লাহ্‌র নৈকট্য পছন্দ করল। মহানবী (সা.) এ কথা বললে হযরত আবু বকর (রা.) কাঁদতে লাগলেন এবং তাঁর হেঁচকি বন্ধ হয়ে গেল। অবশেষে তিনি (সা.) বললেন, আমি আবু বকরকে এতটাই ভালোবাসি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে খলিল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) বানানো জায়েয হলে আমি আবু বকরকে বানাতাম।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেন, যখন মহানবী (সা.)

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ

এই আয়াতটি পাঠ করলেন, তখন হযরত আবু বকর (রা.) অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলেন এবং বললেন, আমি এ আয়াত থেকে আল্লাহ্‌র নবীর মৃত্যুর ঘ্রাণ পাচ্ছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, নবীগণ হলেন কর্তৃপক্ষের মতো। কোনো ব্যবস্থাপনার কর্মচারী যেমন তার কাজ শেষ করে চলে যায়। একইভাবে নবীগণও যে কাজের জন্য দুনিয়াতে এসে থাকেন, যখন তা করে ফেলেন, দুনিয়া থেকে তাঁরা চিরবিদায় নেন। তাই যখন **'আল্ ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীয়নাকুম'** ধ্বনি পৌঁছল, তখন হযরত আবু বকর বুঝতে পারলেন

যে এটিই শেষ আওয়াজ। এ থেকে বোঝা যায় যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর বুঝশক্তি অনেক উন্নত ছিল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, মৌলবীদের জিজ্ঞেস করুন আবু বকর জ্ঞানী ছিলেন কি না? তিনি কি আবু বকর ছিলেন না যাকে সিদ্দিক বলা হত? ইনিই কি সেই ব্যক্তি নন যিনি মহানবী (সা.)-এর প্রথম খলীফা হয়েছিলেন, যিনি ধর্মত্যাগের বিপজ্জনক মহামারী বন্ধ করে ইসলামের মহান খেদমত করেছিলেন? অতঃপর খোদাভীতির সাথে বলুন যে তিনি **'ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূলুন কাদ খালাত মিন কাবলিহির রুসুল'** পাঠ করে এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ যুক্তি উপস্থাপন করতেন? নাকি এমন অস্পষ্ট বক্তব্য যে, ঈসাকে মৃত খেয়াল পোষণকারী কাফের হয়ে থাকে? অর্থাৎ এই আয়াতটি পাঠ করার অর্থ ছিল দুর্বল যুক্তি নয় বরং স্পষ্ট ও শক্তিশালী যুক্তি তুলে ধরা।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেন: **'আল্ ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীয়নাকুম'** আয়াতটি দুইটি আঙ্গীকে বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হল তোমাদের পরিমার্জন করার কাজ এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। আর অন্যটি হল ঐশী গ্রন্থ কুরআন এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। এটি নির্ধারিত বিষয় যে, যখন কোন কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তার পরিসমাপ্তিতেই থাকে বিদায়বেলার প্রামাণিকতা। যেমনটা জাগতিক ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, যখন কোন কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যায়, সেখান থেকে শ্রমিকরা চলে যায়। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকরের ঘটনা শুনে বললেন, আবু বকর সবচেয়ে জ্ঞানী এবং বললেন, তিনি যদি পৃথিবীতে কাউকে ভালোবাসতেন তাহলে তিনি আবু বকরকে ভালোবাসতেন। তিনি (সা.) বলেন, 'মসজিদে কেবল আবু বকরের জানালা খোলা থাকবে। বাকি সব বন্ধ করে দাও।' এতে প্রাসঙ্গিকতা কী, এর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? তিনি (সা.) বলেন, 'মনে রাখবেন, মসজিদ হল আল্লাহ্‌র ঘর, যা সকল তত্ত্ব ও জ্ঞানের উৎস।' তাই তিনি (সা.) বললেন, 'আবু বকর (রা.)- এর হৃদয়ের জানালাটিও এই দিকে, তাই এই জানালাটিও তার জন্য রাখা উচিত।' অন্য সাহাবীরা যে বঞ্চিত ছিলেন তা নয়। তাঁদের মধ্যেও মহান ব্যক্তি ছিলেন, তবে সবচেয়ে বেশি প্রজ্ঞার অধিকারী হযরত আবু বকর ছিলেন, আবু বকরের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল তাঁর ব্যক্তিগত মিতব্যয়িতা, যা শুরুতে এবং শেষের দিকেও তার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিল। যেন আবু বকরের অস্তিত্ব ছিল প্রজ্ঞানবানদের সম্মিলিত রূপ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেন: 'হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ছিলেন সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং সম্পদশালী ব্যক্তিদের একজন। তিনি (রা.) অনেক জটিল সমস্যা ও এর থেকে সৃষ্ট কষ্ট দেখেছেন। অনেক যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন এবং তাদের যুদ্ধ কৌশল পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর দ্বারা কত মরুভূমি, পাহাড় পদদলিত হয়েছিল। কত ধ্বংসের স্থান ছিল, যেখানে তিনি বিনা দ্বিধায় প্রবেশ করেছিলেন। কত আঁকাবাঁকা পথ তাঁর দ্বারা সোজা হয়েছিল। অনেক যুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। কত নৈরাজ্য তাঁর দ্বারা ধ্বংস হয়েছিল। অনেক পথ অতিক্রম করে তবেই তিনি অভিজ্ঞতা এবং প্রজ্ঞার অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি কষ্টে ধৈর্যশীল এবং কঠোরতায় নির্ভিক ছিলেন। তাই, আল্লাহ্ তাঁকে মহানবী (সা.)- এর সাহচর্যের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাঁর সততা ও দৃঢ় চিত্ততার তিনি প্রশংসা করেছেন। এটি ছিল এই সত্যের ইঙ্গিত যে, তিনি আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সবচেয়ে প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি মুক্তির নির্যাস থেকে সৃষ্টি হয়েছিলেন এবং আনুগত্য তাঁর হৃদয়ে বাস করত। এ কারণেই তিনি অত্যন্ত ভীতিপ্রদ ও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ এবং সর্বজ্ঞানী। তিনি সকল বিষয়কে তাদের যথাযথ স্থানে রাখেন। তিনি ইবনে আবি কাহাফার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং তাঁকে এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা.) স্বপ্ন-ব্যাখ্যায়ও খুব পারদর্শী ছিলেন। লিখিত আছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)- এর স্বপ্ন-ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতা ছিল, এমনকি মহানবী (সা.)- এর বরকতময় যুগেও তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতেন। ইমাম মুহাম্মাদ বিন সীরীন বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ছিলেন আল্লাহ্‌র রসূলের পর সর্বশ্রেষ্ঠ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণনাকারী।

মহানবী (সা.)- এর অনুপস্থিতিতে মসজিদে নববীতে ইমামতি করার সৌভাগ্য যে কয়েকজন সাহাবীর হয়েছিল, তাদের মধ্যে হযরত আবু বকরও ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.)- এর একটি বিশেষ সৌভাগ্য হলো রসূল (সা.)- এর শেষ যুগে বিশেষ করে মহানবী (সা.)- এর নির্দেশ অনুযায়ী নামায পড়ানোর সৌভাগ্য লাভ সম্ভব হয়েছিল। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আবু বকর যখন উপস্থিত থাকে, তখন অন্য কারো জন্য ইমামতি করা উপযুক্ত নয়।

পরিশেষে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, এই স্মৃতিচারণ ইনশাআল্লাহ্ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু’মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না’ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ’মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

‘ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া’মুরু বিল ‘আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ’তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা ‘আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহযুকুম লা’আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ’উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

**(‘মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত’ কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)**

** নাযারত নশরও এশায়াত কাদিয়ান থেকে **বাংলা অনুবাদ কুরআন, ইসলামি নীতি দর্শন** এবং **সোশাল মিডিয়া, পর্দা** সহ ৪৮টি বাংলা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। সম্পূর্ণ তালিকা এবং পুস্তকগুলি কেনার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ইনচার্য সাহেবদের সাথে যোগাযোগ করুন। ধন্যবাদ **

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
11 November 2022
*Distributed by*
Ahmadiyya Muslim Mission
*.....................P.O........................*
*Distt........................Pin.........W.B*

**To,**
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in